ব্যর্থ নায়িকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাক্ সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড
৩৩ কলেজ রো ॥ কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ, ১৩৭১

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীমোহিত শিকদার
সিমকো প্রিণ্টস্ এণ্ড পাবলিকেশানস
১৬, মারকার্স লেন,
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ পট :
শ্রীশ্যামল নন্দী

উৎসর্গ

স্বর্গত লেখকের ইচ্ছানুযায়ী

তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনীকে

১৯৪৬ সাল আর ১৯৪৭ সাল—গণতিতে কুড়ি বছর না হলেও মোটামুটি কুড়ি বছরই বলা চলে। কুড়ি বছরের একটি নাটক গোপার জীবন নাটক। সুরু হয়েছিল গোপার চৌদ্দ বছর বয়সে; আজ গোপার বয়স চৌত্রিশ। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একটা অকল্পিত অচেনা প্রান্তরে এসে সে যেন একটা দিকদিগন্তহীন প্রান্তরের মধ্যে হারিয়ে গেল। অবশিষ্ট বাকী জীবন বুকে করে এই প্রান্তর ভেঙে চলা ছাড়া আর কিছু রইল না। এবং তার মধ্যে নতুন কিছু ঘটবারও আর প্রত্যাশা রইল না। এইটেই নাটকের শেষ ঘটনা। বিন্দুমাত্র ঘটা না করেই ঘটে গেল।

এরপর আর নাটক চলে না। একঘেয়ে একটি প্রান্তর ভেঙে চলার মধ্যে যে গতি—তার সঙ্গে ছেদ পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ঘরের তক্তাপোষখানার উপর গোপা আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল।

জীবন যে এমনভাবে অবশ্যম্ভাবী রূপে বিয়োগান্ত হয় গোপা জানত না। মন বলছে—হয়তো নাটক এর জন্যে দায়ী নয়। দায়ী সে। সে এই নাটকের নায়িকা, সে-ই নাটককে সার্থক করে তুলতে পারলে না। হ্যাঁ। পারলে না। একালের মেয়ে, লেখাপড়াও কিছু করেছে, ঠিক যারা পাঁচপাঁচি—অতিসাধারণ বা ব্রাত্য—কাল বা যুগের ধ্যান ধারণা থেকে পিছিয়ে পড়া মেয়ে তা ঠিক নয়। তবে অবশ্য যারা অনন্যা অসাধারণ তাদেরও একজন নয় সে। এবং মাঝারি মেয়েদের মতই জীবনের দাবীকে জোর করে তুলে জীবনকে বিয়োগান্ত বলে মানতে সে প্রস্তুত ছিল না।

মানুষের মরাটা বিয়োগান্ত নয়। মানুষ মরবার জন্যেই জন্মায় —সব মানুষই মরে। কিন্তু সে হল সমাপ্তি। মৃত্যুর মধ্যে যে বিয়োগ - সে বিয়োগ সমাপ্তি। সে বিয়োগ বিয়োগান্ত নয়। কিন্তু জীবনের মাঝখানে এইভাবে সকল কল্পনায়, সকল ফুল ফোটানো প্রত্যাশায়—জীবনের বিস্তারে ছেদ টেনে দিয়ে এইভাবে ব্যর্থতার মধ্যে ভেঙে পড়ার বা মধ্যপথে পথের পাশে সাঁটপাট হয়ে ভেঙে পড়ার মধ্যে যে ব্যর্থতার লজ্জায় ও বেদনায় ম্রিয়মাণ ও সকরুণ বিয়োগান্ত পরিণতিটি আপনা থেকে ফুটে ওঠে তাকে [illegible] অস্বীকার করবে? কি করে বলবে—আমার এই ভাল, এই [illegible] কি করে মুখ তুলে চাইবে? কি করে অস্বীকার করবে? [illegible] অস্বীকারের কোন অপেক্ষা না রেখেই রাত্রি যেমন করে দিন শেষ করে দেয় অন্ধকারের মধ্যে ঠিক তেমনিভাবেই তার জীবন [illegible] শেষ হয়ে গেল। জ্যোতি তার সকল কামনার কাম্য -নারী [illegible] আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ পৌরুষে প্রেমে-স্নেহে সহযোগিতায় তা[illegible] জয় করেছিল—সেও তাকে বরণ করেছিল—সারা অন্তর দিয়ে আজ বিশ বৎসর কামনা করে এসেছে—প্রতিটি দিন পরস্পরকে কামনা করে এসেছে—একটি মিলন দিনও তারা স্থির করে ফেলেছিল। কিন্তু সব মিথ্যে হয়ে গেল। ব্যর্থ নায়িকা সে - সে পিছিয়ে এসে ভেঙে পড়ল। এগিয়ে যেতে পারলে না।

*   *   *

নিতান্ত বিশেষত্বহীন অতি সাধারণ দু-কুঠুরীর একখানা পুরনো বাড়ী।

নতুন কালে হিসেব করে তৈরী করা প্ল্যানসম্মত বাড়ীর স্বয়ং-সম্পূর্ণ অংশ, যাকে ফ্ল্যাট বলা হয়—তা নয়। এ হল সেই পুরনো কালের চকমিলান বাড়ী, চৌকো বারান্দার কোলে কোলে ঘর,